সাল ২০১৮ঃ অপরাধের ক্ষেত্রে যা ঘটতে পারে

ড. খুরশিদ আলম*

২০১৮ সালে যে সব অপরাধ ঘটতে পারে তা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হল। এটি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত নয় বরং সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর জন্য প্রধানত সামাজিক টানা পোড়ন, দ্বন্দ্ব এবং অস্থিরতার মতো তিনটি প্রধান নির্ণায়ক বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এখানে ধরে নেয়া হয়েছে যে, ২০১৮ সালে জাতীয় নির্বাচন হতে পারে। সে নির্বাচন হলে আবার তাকে কেন্দ্র করে যে-সব সংঘাতপূর্ণ ঘটনা ও অপরাধ ঘটতে পারে তা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। ২০১৮ তে যে সব অপরাধ হতে পারে তন্মধ্যে রয়েছে হত্যা,ধর্ষণ, অপহরণ, গুম, লুটতরাজ, চাঁদাবাজি, অর্থপাচার, দুর্নীতি, চুরি, ক্ষমতার অপব্যবহার, সন্ত্রাস, দাঙ্গা, নারী ও শিশু নির্যাতন, নারী ও শিশুপাচার, প্রভৃতি।

হত্যা: এই বছরটিতে হত্যা স্বাভাবিকভাবে কম হবে কিন্তু যদি জাতীয় নির্বাচন হয় তাহলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছুটা উত্তাপ সৃষ্টি হতে পারে এবং সে অনুযায়ী হত্যা গত বছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্বের কারণে হত্যা কমে গেলেও রাজনৈতিক টানাপোড়নের কারণে এ বছরে কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশে সাধারণত মোট অপরাধের ১৫% ঘটে থাকে। সংঘাত ও টানা পোড়নের কারণে দুএকটি ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও আক্রান্ত হতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক কারণে প্রতিযোগী পক্ষের লোকেরা আক্রান্ত হতে পারে। তবে দেশব্যাপি বড় ধরনের সহিসংতা ঘটার সম্ভাবনা কম। তবে সারা বছর কোনো না কোনো সামাজিক অস্থিরতা চলতে পারে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি হতে পারে। তারা তেমন বড় ধরনের আক্রমনের শিকার নাও হতে পারে। তবে ক্ষমতায় যদি কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন হয় তাহলে তারা বিভিন্ন রকমের নির্যাতনের শিকার হতে পারেন এবং সাময়িক অস্থিরতার সম্মূখীন হতে পারেন। সরকারি দলের লোকেরা বেশি সহিংসতার শিকার হতে পারে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও নারী এবং শিশু হত্যা অব্যাহত থাকবে এবং তা কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধর্ষণ: এ বছরটিতে ধর্ষণ কিছুটা কমতে পারে কারণ পুরো দেশ অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি জাগ্রত থাকবে। ফলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক ধর্ষণ কমতে পারে। তবে নির্বাচন কেন্দ্রিক তা বাড়তে পারে। নমিনেশনকে কেন্দ্র করেও প্রধান প্রধান দলগুলোতে তা বৃদ্ধি পেতে পারে। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর লোকেরা কিছুটা চাপে পড়বে।

অপহরণ ও গুমঃ এ ঝুঁকি বাড়তে থাকবে। তবে ব্যক্তির লাভের জন্য অপহরণ এবং গুম যে পরিমাণ কমবে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ও রাজনৈতিক কারণেও তা আবার বাড়তে পারে।

ক্রস-ফায়ারঃ ক্রস-ফায়ার এ বছর কিছুটা বাড়তে পারে। বিভিন্ন কারণে কিছু অপরাধীর প্রতি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

জঙ্গীবাদী তৎপরতাঃ জঙ্গীবাদীরা কোনঠাসা হলেও একেবারে নির্মূল হয়নি। বর্তমান বছরটিতে জঙ্গীবাদী তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বিশেষ করে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। সারা বছর তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার অব্যাহত থাকবে। দুএকটি আক্রমন হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

সন্ত্রাস ও দাঙ্গাঃ এ বছরটিতে সংঘবদ্ধ সন্ত্রাস ও দাঙ্গা বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে তা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর সাথে সংঘাতের বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটতে পারে বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের সাথে স্থানীয় জনগণের সংঘাত এবং টানাপোড়ন বৃদ্ধি পেতে পারে।

নারী ও শিশু নির্যাতনঃ এ বছরটিতে নারী ও শিশুনির্যাতন কিছুটা কমবে। তবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবার বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন বাড়তে পারে। শিশু নির্যাতন কিছুটা কমতে পারে।

লুটতরাজ ও চাঁদাবাজিঃ লুটতরাজ ও চাঁদাবাজি অনেক বেড়ে যাবে। এটি প্রধানত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেশি হবে। তবে যে সব চাঁদাবাজি সারা বছর চলে তা অব্যাহত থাকবে।

দুর্নীতি ও অর্থপাচারঃ বর্তমান বছরটিতে তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। সরকারের মেয়াদের শেষ বছর এবং নির্বাচনের বছর হওয়ার কারণে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে অর্থ সংগ্রহ করবে। তা নিরাপদ রাখার জন্য এর এক অংশ তারা বিদেশে পাচার করবে। এমনকি বিদেশে চলে যাওয়ার প্রবণতাও বছরটিতে বৃদ্ধি পাবে।

চোরাচালান ও মাদকপাচারঃ বর্তমান বছরটিতে চোরাচালান ও মাদক পাচার বৃদ্ধি পেতে পারে। নগদ অর্থ সংগ্রহের জন্য কোনো কোনো গোষ্ঠী একে ব্যবহার করতে পারে।

চুরি ও ছিনতাইঃ চুরি বর্তমান বছরটিতে কিছুটা কমবে কারণ সাধারণ মানুষ এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এ বছরটিতে এ বিষয়ে কিছুটা নজরদারী বাড়াবে। আর ছিনতাই অব্যাহত থাকবে, সাময়িকভাবে কিছুটা কমবে আবার তা বাড়তে থাকবে। এভাবে সারা বছর তা উঠানামা করবে।

খেলাপীঋণঃ বিভিন্ন ধরনের অর্থ আত্মসাৎ প্রক্রিয়া ও ঋণ খেলাপি বাড়বে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা গায়েব করে দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

ক্ষমতার অপব্যবহারঃ চলতি বছরে এর প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে সর্বশেষ সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। নিয়োগ বাণিজ্যও বৃদ্ধি পেতে পারে।

কমিশন ও নমিনেশন বাণিজ্য: নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকার নমিনেশন বাণিজ্য হতে পারে। এ ছাড়া নির্বাচনের অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কমিশন বাণিজ্য অব্যাহত থাকবে।

---

*লেখক, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষক, জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে ৩০টির অধিক প্রবন্ধের প্রণেতা, পৃথিবীর কয়েকটি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি পরীক্ষক, পৃথিবীর বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালের প্রবন্ধ নিরীক্ষক, বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ও উন্নয়ন মডেল প্রণেতা, জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও নীতিমালা প্রস্তুতকারী, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাত্ত্বিক ও গবেষণা বিষয়ে ৭টি বইয়ের রচয়িতা।